পাঠক ফোরাম

জনগণের প্রত্যাশা

রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতায় যাওয়ার পর মেতে ওঠে তাদের আধিপত্য বিস্তার আর নাম পরিবর্তনের খেলায়। এ খেলার শেষ কোথায়? দেশের জনগণ এখন আর এসব দেখতে চায় না। দখলের রাজনীতির অবসান চায়। সন্ত্রাস কোনো রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গল বয়ে আনতে পারে না। অতীতের সরকারগুলো যে পথ অবলম্বন করেছিল বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারকে জনগণ সেই ভূমিকায় দেখতে চায় না। সাধারণ জনগণের কথা বক্তৃতা বিবৃতিতে থাকলেও সাধারণ জনগণের স্বার্থ উপেক্ষিত হচ্ছে। তাই বর্তমান সরকারে কাছে বিনীত অনুরোধ এসব পরিহার করে সাধারণ জনগণের জন্য কিছু করুন ব্যক্তি স্বার্থগুলো উপেক্ষা করুন। জনগণ আপনাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে চিরকাল।

মোঃ রাশেদুজ্জামান জুয়েল
ময়মনসিংহ

ডয়েচেভেল

আসুন আমরা বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকার মতো আর একটি বিদেশী বেতারের বাংলা অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেই। এই বিদেশী বেতারের নামটি হলো 'ডয়েচেভেল'। এই বেতারটি জার্মানির কোলন শহর থেকে বিশ্বের সব বাংলা ভাষাভাষী শ্রোতাদের জন্য প্রতিদিন বাংলাদেশ সময় সকাল ৭টা থেকে ৭টা বেজে ৫০ মিনিট পর্যন্ত প্রচারিত হয়। ডয়েচেভেলের বাংলা বিভাগের জন্ম ১৯৭৫ সালের ১৫ এপ্রিল। সেই দিন থেকে DW অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে আসছে। DW জার্মান সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, যার সব ব্যয়ভার বহন করে জার্মান সরকার। আপনারা ইচ্ছে করলে আপনার বেতার যন্ত্রে সকাল ৭টা থেকে ৭টা ৫০মিনিট পর্যন্ত সর্টওয়েভ (SW) ৪১ মিটার ব্যান্ডে ৭২৮৫ KH2 এ, ৩১ মি. ব্যান্ডে ৯৬১৫ এবং ৯৭২০KH2 এ এবং ২৫ মি. ব্যান্ডে ১১৯৬৫ KH2-এ অনুষ্ঠান শুনতে পারেন। অনুষ্ঠান শুনে আপনারা মাত্র এক টাকার বিনিময়ে পোস্ট কার্ডে চিঠি লিখে মতামত জানাতে পারেন। মতামত জানানোর জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার।

মোঃ খায়রুল আলম বাপ্পী
বৈশাখী শ্রোতা সংঘ, ফুলতলা, খুলনা

বিবেকের কাছে প্রশ্ন

আমাদের ছকে বাঁধা জীবনে অনিয়ম যেখানে নিয়মে পরিণত, সেখানে ভালো কিছু ভাবা বা করা সেলুকাস নয় কি? বাংলাদেশ বিশ্বে এক নম্বর দুর্নীতিবাজ দেশ হিসেবে যে পরিচয় বহন করছে, সে পরিচয় থেকে কি বর্তমান বাংলাদেশ বেরিয়ে আসতে পারবে? কুসংস্কারাচ্ছন্ন আদি ধারা থেকেও কি আমরা বের হতে পারছি? আমরা যত শিক্ষায়-দীক্ষায় উন্নতির শিখরে আরোহণ করছি তত মানবতাকে পায়ের তলায় পিষছি। সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ হিসেবে যেখানে একে অপরের প্রতি 'ভাল থাকুন সুস্থ ও সুন্দর থাকুন' এই বাক্যটুকু বিনিময় করতে অপারাগ, সেখানে জি হুজুর-জি হুজুর শোনার জন্য কলুষিতের কালিমায় লিপ্ত হতে দ্বিধা কোথায়? আমাদের চাহিদার শেষ নেই। জৈবিক ক্ষুধা নিবারণে আমরা যেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ছি দুধের শিশু থেকে বৃদ্ধার ওপর, সেখানে সংযমতার শৃংখলে আবদ্ধ থাকা মানুষের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। তাই উন্মাদনায় গা-ভাসিয়ে সাপের মতো খোলশ বদলাচ্ছি প্রতি মুহূর্তে। রাজা আসে রাজা যায়— পরিচিত মুখগুলো আড়ালে চলে যায়। অচেনা মুখ এসে দ্বারে ভিড় করে। এইতো নিয়ম, এভাবেই তো চলছে। তাই বিবেকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শোকসভায় মিথ্যে ভাষণ দিয়ে, এই আমি কি পারবো কলমের শানে-শাণিত করতে প্রতিটি বিবেক?

ম. শওকত আলী, জিগাতলা, হক ম্যানশন, ঢাকা

আপত্তিকর মন্তব্য!

দেশের সম্মান ও ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হলে প্রতিটি নাগরিকের মুখ উজ্জ্বল হয়। যেমন হয়েছিল ক্রিকেটের সাফল্যে। অপরদিকে ক্ষুণ্ন হলে প্রতিটি নাগরিকের হতে হয় গ্লানির ভাগিদার। একজন নাগরিক যখন বিদেশে যান তখন তাকে ভাবতে হবে তিনি দেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন। বিদেশের মাটিতে এমন কোনো কর্ম করতে পারেন না যাতে দেশের সম্মান ক্ষুণ্ন হয়। অথচ দেশের সম্মান ক্ষুণ্ন হয় এমন কাজ করলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্তিগত সফরে গিয়ে বিবিসি'র সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেছেন, তালেবান সমর্থকরা বাংলাদেশে সক্রিয়। এমনকি বর্তমান সরকারের মন্ত্রিসভায় তাদের প্রকাশ্য সমর্থক রয়েছে। এ ধরনের একটি প্রমাণহীন, কান্ডজ্ঞানহীন ও বালখিল্য মন্তব্য সচেতন মহলকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। দেশকে মার্কিন কোপানলে নেয়ার জন্য এটি একটি গভীর ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়। দেশকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ার এমন হীন মরণখেলায় তিনি যে কেন উদ্যোগী হলেন তা সবার প্রশ্ন।

লাড্লা
পিলখানা, ঢাকা

একজন সিমি

সিমির স্বপ্ন ছিল একদিন ভালো চিত্রশিল্পী হবে। কিন্তু সমাজ তিলে তিলে অপমানের বোঝা কাঁধে দিয়ে নিঃশেষ করেছে চারুকলা ইনস্টিটিউটের মেধাবী ছাত্রীকে। পিতার সংসারে আর্থিক সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার জন্য তুলি হাতে নিয়ে বিয়ের আলপনা আঁকতো। কিন্তু স্বার্থপর সমাজ একজন মেয়ের মুক্ত চলাফেরাকে সহজে মেনে নিতে পারেনি। তাই মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাকে করলো চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী। অবশেষে জীবনের মায়া ত্যাগ করে অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে গ্রহণ করতে হলো নিষ্ঠুর আত্মহত্যাকে। সিমি, বোন আমার, দোহাই আমায় ক্ষমা করো তোমার শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু শক্তি নেই। চোখে অশ্রু নেমে আসে যখন শুনি স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পরও যৌতুক ধর্ষণ ও অপমানের জন্য লজ্জায় আত্মহত্যা করতে হয়। বোন, তুমি প্রতিবাদী নারীদের এক উজ্জ্বল মূর্তি হিসেবে চিরকাল অম্লান থাকবে। তুমি নির্লজ্জ সমাজকে দেখিয়েছ যে, প্রতিবাদ কতো নিষ্ঠুর হতে পারে।

আরিফুজ্জামান রাজু
ভূ-তাত্ত্বিক বিজ্ঞান বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

মেয়েরা সাবধান

প্রতারণার ফাঁদ পেতে সাধারণ মেয়েদের যেভাবে পর্নো ছবিতে ব্যবহার করা হয়েছে তা সত্যিই অমানবিক। এ ধরনের ঘটনায় আমরা সব প্রবাসীরা স্তম্ভিত হয়ে গেছি। যদিও বাংলাদেশ নীতিভ্রষ্টতা, দুর্নীতিগ্রস্ততার জন্য বিশেষভাবে পরিচিত, তবু অমানুষ সুমনের শাস্তি আশা করছি। সমাজ এবং আইনের চোখে সুমনদের কোনো রেহাই নেই। হায় প্রিয় দেশ! হায় বাংলাদেশ! আমাদের নৈতিকতার উপর্যুপরি স্খলন, কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। মানবতা আজ কোথায় কোন যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে। হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়, বুক ভেঙে যায় প্রিয় স্বদেশের কথা ভাবলে। আমাদের আগামী প্রজন্মকে আমারা কোথায় নিয়ে যাচ্ছি! সবশেষে বলব, সেই সব বোন যেন সুবিচার পায়। সমাজ যেন তাদের নিগৃহীত না করে। আমরা সুমন, পিন্টু এবং আরো যারা প্রতারণার ফাঁদ পেতেছে জুয়েল, শুভ্র, মোস্তাক ও অন্যদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। আর যেন কোনো সুমন, পিন্টু, শুভ্র সমাজকে কলঙ্কিত না করতে পারে। সচেতনতার এখনই সময়।

Dalia, Mariam, Aayesha, Rehnuma, Shefali, 12, Drummond road, Wansteand, London E 11.UK.

গ্যাস বিক্রি

বেগম খালেদা জিয়া বিরোধী দলে থাকাকালীন গ্যাস বিক্রির বিরোধিতা করেছিলেন জোরালো কণ্ঠে। শেখ হাসিনার ৫ বছর শাসনকালে গ্যাস বিক্রির কথা কম-বেশি আলোচনা হয়েছে। মার্কিনিরাও গ্যাস বিক্রির জন্য কম-বেশি চাপ সৃষ্টি করেছিল। খালেদা জিয়া বিরোধী দলে থাকাকালে ১৯৯৯ সালের ১৩ জুলাই এক বক্তব্যে বলেছিলেন, 'আমাদের সম্পদ সীমিত এবং এর মালিক সরকার নয়, জনগণ।' মাত্র আড়াই বছরের ব্যবধানে তার বক্তব্য সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। হাজার কিলোমিটার পাইপ বসিয়ে গ্যাস বিক্রির পরিকল্পনা চলছে। বর্তমান অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী সাইফুর রহমানও যুক্তি দেখিয়েছেন, মাটির নিচে বেশিদিন গ্যাস থাকলে তা নষ্ট হয়ে যায়, তাই গ্যাস বিক্রি করে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা দরকার। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশে মাত্র ১৮/২০ বছর চলার মতো গ্যাস মজুদ আছে। নতুন কোনো গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার না হলে এমনিতেই বাংলাদেশের শিল্প কারখানা মহা সংকটে পড়বে। এ অবস্থায় গ্যাস বিক্রি কি উচিত হবে?

সৈয়দ কায় খসরু
সিউল, দক্ষিণ কোরিয়া

টোকাই

নিষিদ্ধ মোবাইল

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুলিশের মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কিন্তু তার কোনো বাস্তবায়ন হচ্ছে না। পুলিশের ব্যক্তিগত মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সন্ত্রাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষুণ্ন রয়েছে। পুলিশের কোনো বড় অভিযানের কথা ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। ফলে পার পেয়ে যাচ্ছে সন্ত্রাসীরা। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন, যদি দেশ থেকে সন্ত্রাস দূর করার কোনো লক্ষ্য আপনাদের থেকে থাকে তাহলে ত্বরিত গতিতে পুলিশের মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা বাস্তবায়ন করুন।

মোঃ মোশারফ হোসেন রানা
পাহাড়তলি, চট্টগ্রাম

অতীত থেকে শিক্ষা

বিএনপিসহ চার দলীয় সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ফরিদপুর-২ নগরকান্দা নির্বাচনী এলাকায় চলছে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করার অপচেষ্টা। এছাড়া এই ইউনিয়নের ছাত্রলীগ সদস্যদের প্রতি চালাচ্ছে অমানবিক নির্যাতন। ভয়ে, আতঙ্কে অনেক ছাত্রলীগ কর্মী এলাকা ছাড়ছে। চলছে সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনসহ মোটা অঙ্কের চাঁদা আদায়। এ জাতীয় ঘৃর্নিত ও জঘন্যতম নিন্দনীয় কাজ আর কতো কাল চলবে? এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে আগামীতে এই সরকারকেও আওয়ামী লীগ সরকারের মতো পরিণতির শিকার হতে হবে।

সোহেল
আটঘর, নগরকান্দা, ফরিদপুর

মেলার নামে এসব কি

মেলার যেন বাজার বসেছে দেশে। বিভিন্ন রকমের মেলা হচ্ছে। বইমেলা, পুষ্পমেলা, গাড়িমেলা, শিল্পমেলা, বাণিজ্য মেলা ইত্যাদি। মেলার মূল উদ্দেশ্য হল উৎপাদিত এবং উৎপন্ন পণ্য প্রদর্শন এবং সেগুলো ক্রেতাসাধারণের মধ্যে হৃদয়গ্রাহী এবং গ্রহণযোগ্য করে উপস্থাপন করা। বিদেশেও বিভিন্ন ধরনের মেলা হয়ে থাকে। আন্তর্জাতিক মেলায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উৎপাদনকারীরা তাদের পণ্যের গুণাগুণ এবং বিজ্ঞাপনের জন্য জনসাধারণের সামনে উপস্থাপন করে। নিয়ম হলো মেলায় সব জিনিস ক্রেতাসাধারণের ক্রয় সাধ্যের মধ্যে থাকবে। এবং উৎপাদন-কারীদের জন্য বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে তুলনামূলক কম দামে সেগুলো বিক্রি হবে। এতে করে মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। অথচ আমাদের দেশের সবকিছুই উল্টো। মেলায় নিত্যব্যবহার্য জিনিস থেকে শুরু করে সব জিনিসেরই দাম বেশি। বাণিজ্য মেলার মূল উদ্দেশ্য বজায় রাখার জন্য ' রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো' এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নাসির উদ্দীন বিশ্বাস
দক্ষিণ বিশিল, মিরপুর, ঢাকা

নগর দূষণ

পরিবেশ, বায়ু ও শব্দ দূষণ এখন যে মাত্রায় পৌঁছেছে তা ঢাকাবাসীর সুস্থ জীবন যাপনের জন্য এক মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজধানী ঢাকা পরিবেশ ও স্বাস্থ্যগত দিক থেকে এখন বিপজ্জনক নগরী। বর্তমানে ঢাকা নগরীতে বায়ুদূষণ এক মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। শ্বাসনালী ও ফুসফুসে প্রদাহ, চোখের ও শিশুদের মস্তিষ্কের সমস্যা ছাড়াও নানা রোগের প্রধান কারণ হচ্ছে বায়ুদূষণ। দুই স্ট্রোকের ইঞ্জিনের যানবাহন ঢাকার এক নম্বর পরিবেশ দূষিতকরণ হওয়া সত্ত্বেও বহাল তবিয়তে চলছে। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে দুই স্ট্রোকের ইঞ্জিনের যানবাহন যার মধ্যে বেবিট্যাক্সিগুলোই বেশি কালো ধোঁয়া নির্গত করছে। ঢাকার বাতাস সবচেয়ে বেশি দূষিত হয়েছে সীসাসহ ভাসমান বস্তুকণার জন্য যা বিশ্বের যে কোনো নগরীর চেয়ে বেশি। শব্দদূষণের মাত্রা ৪০ ডেসিবেলের ওপরে হলেই তা ক্ষতির কারণ হয়। ৮০ ডেসিবেল শব্দদূষণে শ্রবণশক্তি হ্রাস, মানসিক রোগ, অনিদ্রা, উচ্চ রক্তচাপ ইত্যাদি মারাত্মক ক্ষতিকর পরিণতি ডেকে আনতে পারে।

হাজী মোঃ রবিউল হক জাহাঙ্গীর
ফার্মগেট, ঢাকা

টোকাই সাগর এবং ২৩ সন্ত্রাসী

ঢাকা মহানগরীর শীর্ষস্থানীয় ২৩ সন্ত্রাসীকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারের সন্ত্রাস দমনের সদিচ্ছা সত্যিই যদি থাকতো তবে সন্ত্রাসীদের ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষণার খবর সন্ত্রাসীরা জানতে পারতো না। সন্ত্রাসীদের ধরার নামে পুরস্কার ঘোষণা আইওয়াশ ছাড়া কিছুই নয়। নতুবা টোকাই সাগরের মতো সন্ত্রাসী বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের প্রতিকৃতির নিচে বসে সাপ্তাহিক ২০০০কে সাক্ষাৎকার দেয় কি করে? এর পূর্বে দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী ইমদুকে পাওয়া গিয়েছিল তৎকালীন বিএনপি'র এক প্রতিমন্ত্রীর বাসভবনে। সরকার ঘোষিত ২৩ সন্ত্রাসীর কেউ মন্ত্রী, এমপি'র বাসভবনে আশ্রয় পেয়েছে কি না সে ব্যাপারেও সন্দেহ থেকে যায়।

আদিব মাহমুদ, মিরপুর রোড, ঢাকা

চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ
ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০,
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড,
ঢাকা-১০০০

ভুলবো না

বাহান্ন থেকে পথ চলতে চলতে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে বাঙালিরা, বলা চলে মোটামুটি প্রস্তুত হতে শুরু করে দেয় একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের জন্য। দেশের স্বাধীনতার জন্য সকল শহীদ, আহত, পঙ্গু দেশপ্রেমিকদের জন্য রইলো শ্রদ্ধা।

সামুয়েল ইকবাল
মুন্সিপাড়া, রংপুর

ধারাভাষ্যকার

গত ২৩-২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তানের তিনটি একদিনের ম্যাচে, বাংলাদেশের খেলোয়াড়দের ক্রীড়া নৈপুণ্যের অভাবের পাশাপাশি ধারাভাষ্যকার ও উপস্থাপকদের আত্মসম্মানজ্ঞানের অভাব অত্যন্ত দৃষ্টিকটু লেগেছে। ২৪ জানুয়ারি শোয়েবের দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ধারাভাষ্যকাররা যেভাবে দুঃখ প্রকাশ করছিলেন তা বিনয়ের মাত্রা ছাড়িয়ে হীনম্মন্যতায় গিয়ে পৌঁছে। পরদিন পুরস্কার দেবার সময় উপস্থাপক আবারও এই ঘটনার উল্লেখ করে দুঃখ প্রকাশ করতে শুরু করেন, যা ছিল অপ্রয়োজনীয়। এছাড়া তিনি যেভাবে হেসে পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশের হোয়াইট ওয়াশ হওয়ার কথা বলেন, তাতে তাকে রীতিমত উচ্ছ্বসিত মনে হয়েছে। দুঃখ প্রকাশ করাটা যেন নিজের আত্মসম্মান হানিকর না হয়, এ ব্যাপারটা আমাদের সবারই লক্ষ্য রাখা উচিত।

ফারজানা ইয়াসমীন
ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়